একক ২ ❒ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সূত্রসমূহ

গঠন

২.১ প্রস্তাবনা
২.২ ক্রিয়াকলাপের দর্শন
২.৩ প্রথম সূত্র ঃ বই হল ব্যবহারের জন্য
২.৪ দ্বিতীয় সূত্র ঃ প্রত্যেক পাঠকেরই থাকবে বই
২.৫ তৃতীয় সূত্র ঃ প্রত্যেক বইয়ের থাকবে পাঠক
২.৬ চতুর্থ সূত্র ঃ পাঠকের সময় বাঁচান
২.৭ পঞ্চম সূত্র ঃ গ্রন্থাগার এক ক্রমবর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান
২.৮ পাঁচ সূত্রের দৃষ্টিতে ডকুমেন্টেশন
২.৯ পাঁচ সূত্রের দৃষ্টিতে তথ্য
২.১০ অনুশীলনী
২.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

২.১ প্রস্তাবনা

রঙ্গানাথন লন্ডনের স্কুল অফ লাইব্রেরিয়ানশিপ, ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন। এছাড়াও তিনি শতাধিক গ্রন্থাগারে গিয়ে তাদের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কোনো সর্বজনীন নীতি অনুসরণ না করে গ্রন্থাগারগুলি তাদের নিজস্ব স্বাধীন পন্থায় বেড়ে উঠছে।১৯২৫ সালে ইংল্যান্ড থেকে ফেরার স্বল্পকাল পরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গঠন কর্মে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। এখানে তার প্রচলন করা নতুন ব্যবস্থাগুলি গ্রন্থাগারের যাবতীয় কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু আদর্শ নিয়মনিষ্ঠ প্রণয়ন করতে তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

১৯৩১ সাল গ্রন্থাগার জগতের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছরেই একটি যুগের অবসান হয়, সূচনা হয় অন্য এক যুগের। মেলভিল ডিউই চিরবিদায় নেন, এদিকে রঙ্গানাথন নিয়ে আসেন তাঁর পাঁচ সূত্র। এগুলি প্রকাশিত হয় "গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি সূত্র" গ্রন্থে—যে গ্রন্থটিকে ভবিষ্যতের দিশারি আখ্যা দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারের কাজকর্মকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলার পথে এই রচনাই ছিল তাঁর প্রথম পদক্ষেপ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রথমে রঙ্গানাথন দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম, এই চারটি সূত্র প্রণয়ন করেছিলেন। রঙ্গানাথনের গ্রন্থাগারে অধ্যাপক ই বি রসের নিত্য যাতায়াত ছিল। একদিন কথাচ্ছলে অধ্যাপক রসের দেওয়া এক ইঙ্গিত রঙ্গানাথনকে তাঁর প্রথম সূত্রের ধারণা জোগায়। রঙ্গানাথনের মানসিক যন্ত্রণার কথা অনুমান করে রস একদিন এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। রঙ্গানাথন তাঁর যন্ত্রণার কারণ ব্যাখ্যা করার পর, গ্রন্থাগার থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে দৈববাণীর মতো রস হঠাৎই বলে ওঠেন ঃ "আপনি বলতে চাইছেন গ্রন্থ মানুষের ব্যবহারের জন্য !" এর থেকেই জন্ম হয় প্রথম সূত্রের, আর তার সাথেই সম্পূর্ণ হয় রঙ্গানাথনের সূত্রগুচ্ছ।

২.২ ক্রিয়াকলাপের দর্শন

এই পাঁচটি সূত্র থেকে আমরা বেশ কয়েকটি সাধারণ নীতি পাই, সেগুলি থেকে গ্রন্থাগারের সমস্ত ধরনের কাজকর্ম সম্বন্ধে ধারণা করে নেওয়া যায়। চার থেকে ছয়টি শব্দের মধ্যে দিয়ে অতি সংক্ষেপে রঙ্গনাথন এই সূত্রগুলি উপস্থাপন করেছেন। "গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি সূত্র" গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগারের কর্মধারায় যে দর্শন প্রতিফলিত হয়, তার এক সংক্ষিপ্তসার। তাঁর নিজের ভাষায়, 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি সূত্র' গ্রন্থে সংক্ষিপ্তকারে সব কিছুই বলা হয়েছে, যা ভবিষ্যতের এই শ্রেণির গ্রন্থগুলিতে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।" এই সূত্রগুলিতে গ্রন্থাগারের কর্মধারা নিয়ে যথেষ্ট দার্শনিক আলোচনা আছে। তিনি সেগুলিকে সহজভাবে ও এক সুসংবদ্ধরূপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন এবং পাঁচটি অত্যাবশ্যক নীতির সাহায্যে সেগুলিকে বাঁধার চেষ্টা করেছেন। এই নীতিগুলি গ্রন্থাগার সংগঠন, পরিচালন ও তার কর্মধারাকে আরও কার্যকরী করে তোলার জন্য কী প্রয়োজন, সেই বিষয়ে আমাদের নির্দেশ দিতে সক্ষম।

এই পাঁচটি সূত্রের নিয়মবিধি আমাদের পথের নির্দেশ দেয়—এগুলি কয়েকটি ঐক্যবদ্ধ নীতি, যা গ্রন্থাগার জগতের সর্বত্র প্রযোজ্য। এই নীতিগুলির মূল্য এই যে এরা বাইরের নির্দেশ মেনে আসেনি, এসেছে ভিতর থেকে এক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। রঙ্গনাথনের পাঁচটি সূত্র গ্রন্থাগার দর্শনের পঞ্চভুজ হিসাবে বিশ্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। সূত্রগুলি হল :

বই ব্যবহারের জন্য
প্রত্যেক পাঠকেরই থাকবে বই
প্রত্যেক বইয়েরই থাকবে পাঠক
পাঠকের সময় বাঁচান
গ্রন্থাগার এক ক্রমবর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান

পাঁচটি সূত্রকেই আপাতদৃষ্টিতে সরল এবং স্বতঃসিদ্ধ মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি কিন্তু গভীর জ্ঞানপূর্ণ।

২.৩ প্রথম সূত্র : বই ব্যবহারের জন্য

প্রথম সূত্রের নিন্দনীয় অবহেলার এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সম্পর্কে আমরা অবহিত। অতীতে গ্রন্থগারের তাকে (shelf) গ্রন্থগুলি শিকল দিয়ে বাঁধা থাকত। সেগুলি ছিল সংরক্ষণের জন্য, ব্যবহারের জন্য নয়। গ্রন্থাগারকে গ্রন্থের ব্যবহার প্রসারিত করার কোনো প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখা হত না, তা ছিল গ্রন্থ সংরক্ষণের নিছক এক স্থানবিশেষ। প্রথম সূত্রের আগমন ধারাবাহিকভাবে যা করতে চেয়েছিল তা হল : গ্রন্থকে শিকল থেকে মুক্ত করা, বাছাই কয়েকজনকে গ্রন্থ ব্যবহার করতে দেওয়া, যারা অর্থ দিতে পারবে তাদের সুযোগ দেওয়া, গ্রন্থাগারের ভিতরে বিনামূল্যে সবাইকে সুযোগ দেওয়া এবং শেষে সবাইকে বিনামূল্যে গ্রন্থ ধার দেওয়া। আধুনিক কোনো গ্রন্থাগারিক তখনই তৃপ্ত হন, যখন ব্যবহারকারীরা গ্রন্থের তাক শূন্য করে দেন।

১. অবস্থান

গ্রন্থাগার অবস্থিতি হওয়া উচিত কোনো ব্যস্ত, কেন্দ্রীয় অঞ্চলে, যেখানে বেশিরভাগ নাগরিককে প্রত্যহ কর্মসূত্রে যাতায়াত করতে হয়। গ্রন্থাগারের কেন্দ্রীয় অবস্থান গ্রন্থের ব্যবহার বাড়ায়। কোনো গ্রন্থাগার স্থাপন

করা, কোনো দোকান খোলার মতোই। জনশূন্য, বিচ্ছিন্ন কোন জায়গায় দোকান খুললে তার ভাগ্যে কী আছে তা সহজেই অনুমেয়। প্রথম সূত্রটি আবার গ্রন্থাগারের মধ্যে এক সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশও দাবি করে। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ মানুষকে আকর্ষণ করে এবং তার ফলে সেখানে গ্রন্থ ব্যবহারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

২. ওপেন অ্যাকসেস

ওপেন অ্যাকসেস প্রণালীতে গ্রন্থের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এই প্রণালীতে প্রত্যেক পাঠক তাকের কাছে গিয়ে নিজের পছন্দমতো গ্রন্থ নির্বাচন করতে পারেন। এতে সময়ের সাশ্রয় হয়, কারণ পাঠককে তার পছন্দের গ্রন্থ বা উপযুক্ত কোনো বিকল্প খুঁজে নিতে গ্রন্থাগারিকের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। পাঠক সোজাসুজি তাকে পৌঁছে নিজের জন্য গ্রন্থ দেখতে পারেন। তার পছন্দের গ্রন্থটি না পেলে পাঠক এখন অন্য কোনো বিকল্প গ্রন্থ খুঁজে নিতে পারেন।

৩. গ্রন্থাগারের কাজের সময়

প্রথম সূত্র দাবি করে যে গ্রন্থাগার ঠিক সেই সময় ধরে খোলা রাখা উচিত, যা ব্যবহারকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো জনগ্রন্থাগার সন্ধ্যার সময়ে খোলা রাখা উচিত, যাতে বিভিন্ন পেশার মানুষ তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্ম শেষ করে সেটি ব্যবহার করতে পারেন। গ্রন্থাগার দিনের দীর্ঘ সময়ব্যপী এবং কোনো ছুটি ছাড়া বছরের প্রতিদিন খোলা রাখা উচিত। গ্রন্থাগারের কাজের সময় ব্যবহারকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক হওয়া উচিত।

৪. গ্রন্থাগার ভবন ও আসবাবপত্র

গ্রন্থাগার ভবনটি উপযোগী হওয়ার সাথে সাথে দৃষ্টিনন্দন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আসবাবপত্র এমন থাকা উচিত, যা পাঠকদের পক্ষে আরামদায়ক হয় ও গ্রন্থাগারের সামগ্রীগুলি ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনক হয়। গ্রন্থ রাখার তাকগুলি বেশি উঁচু হওয়া উচিত নয়, যাতে উচ্চতম তাকটির গ্রন্থগুলির কাছে সহজেই পৌঁছোনো যায়।

৫. গ্রন্থাগার কর্মী

গ্রন্থাগার ভবন যত আকর্ষণীয় হোক, আসবাবপত্র যত আরামদায়ক হোক, গ্রন্থ সংগ্রহ যত সমৃদ্ধ হোক, তার কর্মীরা সুশৃঙ্খল ও কাজের প্রতি নিবেদিত না হলে গ্রন্থাগার মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনা। গ্রন্থাগারের কর্মীদের সব সময়েই পাঠকদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। আবার কর্মীদেরও প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া উচিত। মধুর, বিনয়ী ব্যবহার, পাঠকদের সাহায্য করার ইচ্ছা ও পেশাদারি দক্ষতা, এগুলিই হল প্রথম সূত্র অনুযায়ী কর্মীদের আবশ্যিক যোগ্যতা।

৬. গ্রন্থ নির্বাচন নীতি

শুধুমাত্র সেই সব গ্রন্থই সংগ্রহ করা উচিত, সেগুলি ব্যবহারকারীদের চাহিদা মেটায়। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থগুলি সুদর্শন হওয়া উচিত যা পাঠককে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। কাজেই, গ্রন্থ নির্বাচন নীতির উচিত প্রথম সূত্রকে অনুসরণ করা।

৭. প্রচার

প্রথম সূত্র দাবি করে যে, গ্রন্থাগার এবং তার সংগ্রহের প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রচার হওয়া উচিত। এই প্রচার চালানোর নানারকম উপায় আছে। গ্রন্থাগারে নতুন সংগ্রহগুলির একটি তালিকা পাঠকদের নজরে আনার জন্য কোনো সুবিধাজনক জায়গায় প্রদর্শিত করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

গ্রন্থাগারতত্ত্বের আধুনিক ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে "গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য"—প্রথম সূত্রের এই বক্তব্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্রটির নিহিতার্থ অবশ্য তথ্যবাহী গ্রন্থকে ব্যবহারকারীদের নাগালে এনে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

প্রকৃতপক্ষে, প্রথম সূত্রের প্রভাব হল ব্যাপক, প্রগাঢ় এবং বৈপ্লবিক। দৃষ্টিভঙ্গির একবার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেলে, অন্য সবের জন্য ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা।

২.৪ দ্বিতীয় সূত্র : প্রত্যেক পাঠকেরই থাকবে বই

প্রথম সূত্র আমাদের গ্রন্থ ব্যবহারের চিন্তাধারায় এক বিপ্লব এনেছিল। দ্বিতীয় সূত্র সেই বিপ্লবকে আর এক স্তর এগিয়ে নিয়ে গেছে। রঙ্গানাথনের মতে, "প্রথম সূত্র যদি 'গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য'—এই ধারণাটিকে পাল্টে দেয়, তবে দ্বিতীয় সূত্র "গ্রন্থ কিছু বাছাই করা মানুষের জন্য"—এই ধারণাটিকে আরও প্রসারিত করে। প্রথম সূত্রের বৈপ্লবিক দাবি যদি হয় "গ্রন্থ হল ব্যবহারের জন্য" প্রথম সূত্র তখনকার গ্রন্থাগারগুলিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, দ্বিতীয় সূত্র নতুন নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনা করেছিল মানুষকে শিক্ষা, বিনোদন ও তথ্য সরবরাহ করতে। প্রকৃতপক্ষে, এই সূত্র পূর্বানুমান করে নেয় যে "শিক্ষা সবার জন্য।" নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠকদের গ্রন্থাগার পরিষেবা দিতে এই সূত্র দায়বদ্ধ। "প্রত্যেক" শব্দটির উপর জোর দেওয়ার এক গূঢ় অর্থ আছে। পাঠকদের চাহিদা বিভিন্ন রকমের, কাজেই প্রত্যেক পাঠককে তার উপযোগী গ্রন্থ দেওয়ার মধ্যে এক ধরনের দায়িত্ববোধ এসে যাচ্ছে। অতীতে শুধুমাত্র বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত কিছু মানুষ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থব্যবহারের সুযোগ পেতেন। গণতন্ত্রের আগমনের ফলে প্রত্যেকটি নাগরিক শাসনব্যবস্থায় অংশ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় দ্বিতীয় সূত্রের যাত্রা। দ্বিতীয় সূত্রের নিহিতার্থ অনুসন্ধান করতে রঙ্গানাথন চারটি শ্রেণির আশ্রয় নিয়েছেন।

১. রাষ্ট্রের দায়িত্ব

রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে—আইন প্রণয়ন, সমন্বয় ও আর্থিক সংস্থান। সকলের কাছে পৌঁছোনোর উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় সূত্র দাবি করে যে গ্রন্থাগার নগরবাসী ও গ্রামবাসী, পুরুষ ও নারী, অভিজাত ও অনভিজাত, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, শিশু ও বয়স্ক, প্রত্যেকেরই কাজে আসবে। রাষ্ট্রের কাছে সে তাই এমন এক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করার আবেদন জানায়, যা সকলের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রন্থাগার পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারবে। এটা করা সম্ভব এমন আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে যা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আর্থিক সাহায্য করবে এবং তার বিভিন্ন শাখার কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে পারবে। সেই কারণে রঙ্গানাথন রাষ্ট্রের দায়িত্বকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন : (১) আর্থিক সংস্থান, (২) আইন প্রণয়ন ও (৩) সমন্বয় সাধন।

আর্থিক সংস্থান

সকলের প্রয়োজন মেটাতে একটি গ্রন্থাগার গোষ্ঠী বা গ্রন্থাগার শৃঙ্খল চালানোর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন যথেষ্ট অর্থের। রাষ্ট্র দুটি বিভিন্ন উপায়ে অর্থের জোগান দিতে পারে : (১) অনুদানের মাধ্যমে ও (২) গ্রন্থাগার কর চালু করে। রঙ্গানাথনের পছন্দ দ্বিতীয় উপায়টি। প্রথম উপায়টিতে রাষ্ট্র হয় প্রতি বছর বা কোন গ্রন্থকার বিকাশ পরিকল্পনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্ধ করতে পারে। দ্বিতীয় উপায়টিতে রাষ্ট্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সম্পত্তি করের মতো কিছু কিছু করের উপর সেস (cess) বসানোর ক্ষমতা দিতে পারে। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ জমা পড়ে গ্রন্থাগার তহবিলে। রাষ্ট্র সাধারণত এর সমান বা তার থেকেও বেশি অর্থ দিয়ে থাকে।

গ্রন্থাগার আইন

গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেক নাগরিকের পড়ার এবং পাঠ্যবস্তুর নাগাল পাবার অধিকার আছে। কাজেই রাষ্ট্রের কর্তব্য তাদের আজীবন পড়ার সুবিধা করে দেওয়া। এটাই হল দ্বিতীয় সূত্রের দাবি। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করে রাষ্ট্র এই দাবি অনেকাংশে মেটাতে পারে।

সমন্বয় সাধন

সমন্বয়ের অর্থ প্রতিটি স্তরে গ্রন্থাগার পরিষেবাকে যুক্ত ও সমন্বিত করা। সাধারণত লক্ষ করা যায় যে, সমস্ত গ্রন্থাগার, অথবা বেশিরভাগ গ্রন্থাগারই বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। এই পরিস্থিতি দ্বিতীয় সূত্রের মর্মার্থের বিরুদ্ধে। সুতরাং গ্রন্থাগার ও তার পরিষেবাগুলির প্রতিটি স্তরে সমন্বয়সাধন অত্যন্ত জরুরি। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সমন্বয় রাজ্য বা দেশের হাতে থাকা সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করে। এই ধরনের ব্যবস্থায় জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, শহর গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার—সকলেই একটি সুশৃঙ্খলের মতো পরস্পরের সাথে যুক্ত। প্রয়োজনের সময় তখন এক গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ও পরিষেবা অন্য গ্রন্থাগারের কাজে লাগানো যেতে পারে।

২. গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এই দুই বিষয়কে কেন্দ্র করে : (ক) গ্রন্থ নির্বাচন ও (খ) কর্মী নির্বাচন।

কোনো গ্রন্থাগারই তার প্রয়োজনমতো সব গ্রন্থ করতে পারে না। আজকের দিনে নথি উৎপাদনের পরিমাণটাও আবার বিপুল। পাওয়া যায় এমন গ্রন্থাগার সামগ্রীর এক সামান্য অংশ প্রতিটি গ্রন্থাগার সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে। একটি গ্রন্থাগারের আর্থিক সংস্থান সীমিত। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে তাকে সেই অনুযায়ী গ্রন্থ নির্বাচন করতে হয়। কিন্তু ব্যবহারকারীদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা মেটানোর জন্য সঠিক, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন গ্রন্থ নির্বাচন মোটেই কোনো সহজ কাজ নয়। গ্রন্থ নির্বাচনের আগে পাঠকদের প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ও সেগুলির মূল্যায়ন করা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় সূত্রের নিহিতার্থ এই যে, পাঠকদের কাজে লাগে এমন সব গ্রন্থই নির্বাচন করা উচিত ও অকোজো গ্রন্থগুলিকে পরিত্যাগ করা উচিত। নির্বাচন হওয়া উচিত ব্যক্তিগত চাহিদার ভিত্তিতে। এই প্রক্রিয়ায় আবার পাঠকগোষ্ঠীর ভিতর বিভিন্ন ধরনের মানুষদের প্রত্যেকের সংস্পর্শে আসাটাও জরুরি। চাহিদার পরিমাপ করার জন্য আধুনিক প্রবণতা হল পাঠকদের প্রয়োজনগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এক সুসম্বন্ধ সমীক্ষা করা এবং তাদের পরিবর্তিত চাহিদা মেটাতে নীতি ও কর্মসূচিকে সেই অনুযায়ী চালিত করা। একটি সুষম সংগ্রহ নির্মাণের জন্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের উচিত একটি সঠিক নির্বাচন ও সংগ্রহের নীতি অনুসরণ করা। কর্মী নির্বাচন এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা কোনো গ্রন্থাগারকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে। সুতরাং সূত্রটি মেনে চলার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যার একটি দক্ষ কর্মীদল থাকা জরুরি। কর্মী নির্বাচনের সময় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত সতর্কতা নেওয়া উচিত।

৩. কর্মীদের দায়িত্ব

গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের দ্বারা যথেষ্ট সংখ্যায় দক্ষ কর্মী নিয়োগই যথেষ্ট নয়। দক্ষভাবে নিজের নিজের কর্তব্য পালন করা যে তাদের মহান দায়িত্ব, প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার কর্মীকে একথা উপলব্ধি করতে হবে। দ্বিতীয় সূত্রটি কর্মীদের দেওয়া রেফারেন্স সার্ভিসের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। রেফারেন্স সার্ভিসের কাজে গ্রন্থাগার কর্মীদের সঠিক প্রশিক্ষণ থাকা উচিত। গ্রন্থাগার কর্মীদের উচিত পাঠক ও তার প্রয়োজনকে উপলব্ধি করা। সঠিক গ্রন্থটি সরবরাহ করে তাঁদের উচিত পাঠককে সাহায্য করা। তার সম্ভাব্য পছন্দের সমস্ত গ্রন্থকে তার নাগালের মধ্যে পৌঁছে দিতে কর্মীদের উচিত পাঠককে সহায়তা করা। দ্বিতীয় সূত্র দাবি করে যে, কর্মীদের উচিত গ্রন্থ, গ্রন্থপঞ্জি, ক্যাটালগ, আকরগ্রন্থ ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়ার এক স্বাভাবিক দক্ষতা গড়ে তোলা। এর ফলে গ্রন্থ সন্ধানের জটিল প্রক্রিয়াটি তাঁদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যাবে। কোনো পাঠক গ্রন্থাগারে প্রবেশ করলে গ্রন্থাগার কর্মীদের উচিত তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। অনেক নতুন পাঠককেই গ্রন্থাগার ব্যবহারের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

৪. পাঠকের দায়িত্ব

দ্বিতীয় সূত্র পাঠকের উপরেও কিছু দায়িত্ব আরোপ করে। সূত্রটি চায় যে, ধার নিতে চাওয়া গ্রন্থের সংখ্যা,

ধারের সময়সীমা, ও গ্রন্থাগারের সামগ্রী ব্যবহার সম্পর্কিত সমস্ত নিয়মগুলি যেন পাঠকেরা মেনে চলেন। কোনো বিশেষ সুবিধা তাঁরা যেন দাবি না করেন। গ্রন্থাগার সকলের জন্য, কাজেই একজনকে বঞ্চিত করে অন্যজনকে অন্যায্য সুবিধা দেওয়া যায় না। তাছাড়া, গ্রন্থ থেকে পাতা কেটে নেওয়া, গ্রন্থ লুকিয়ে রাখা, সময়সীমা অতিক্রম করে গেলেও গ্রন্থ রেখে দেওয়ার মতো কাজগুলি থেকে পাঠকদের বিরত থাকা উচিত। এই ধরনের কাজের অর্থ অন্যান্য পাঠকদের তাদের পছন্দের গ্রন্থগুলি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। গ্রন্থাগারের মধ্যে ব্যবহারকারী শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে পাঠকদের নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা উচিত।

গ্রন্থাগারকে সমাজের এক বৌদ্ধিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় গ্রন্থাগার কর্মীরাই কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেন। যাই হোক, গ্রন্থাগারে পাঠকদের এমন আচরণ করা উচিত, যেরকমটি তারা অন্যদের কাছ থেকে আশা করেন।

২.৫ তৃতীয় সূত্র : প্রত্যেক বইয়েরই থাকবে পাঠক

তৃতীয় সূত্রটি ইঙ্গিত করে যে প্রত্যেক গ্রন্থেরই নিজস্ব পাঠক পাওয়া উচিত। এই কাজটি অবশ্য অত্যন্ত কঠিন। কারণ, গ্রন্থ তার পাঠকের কাছে যেতে পারে না বা পাঠকের খোঁজ করতে পারে না। গ্রন্থ মূক ও বধির। এখানে অগ্রসর হতে হয় গ্রন্থের চরিত্র বিচার করে। প্রত্যেকটি গ্রন্থের জন্য একজন উপযুক্ত পাঠক পাওয়া উচিত। এটি দ্বিতীয় সূত্রের পরিপূরক। যে গ্রন্থ ব্যবহারযোগ্য নয়, তার পিছনে অর্থ ব্যয় করা অপচয়। ই ডব্লু ল্যাঙ্কাস্টারের মতে, এই সূত্রের ভিত্তি হল সম্ভাব্যতার সূত্র (Law of Probability)। ল্যাঙ্কাস্টার গ্রন্থাগারের সামগ্রী ব্যবহারের উপর গবেষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, কোনো সুসংগঠিত ও উত্তম পরিষেবা বিশিষ্ট গ্রন্থাগারেও প্রত্যেকটি গ্রন্থের পাঠক পাবার সম্ভাবনা একশো শতাংশ নয়। এই সূত্রকে কাজে রূপ দেবার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া উচিত।

১. ওপেন অ্যাকসেস্ সিস্টেম

তৃতীয় সূত্রটিকে সফল করে তুলতে গ্রন্থাগারগুলি যেসব ব্যবস্থা নেয়, ওপেন অ্যাকসেস্ সিস্টেম তাদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যবস্থায় পাঠকেরা তাকের নাগাল পেতে পারেন। তাকের উপর চোখ বুলোতে বুলোতে তারা তাদের পছন্দসই গ্রন্থগুলি খুঁজেও পেতে পারেন। ক্লোজড এ্যাকসেস্ সিস্টেমে তারা হয়তো এইসব গ্রন্থের অস্তিত্বের কথা টেরও পেতেন না। তৃতীয় সূত্র সেই কারণে ওপেন এ্যাকসেস্ সিস্টেমের পক্ষে। এই সিস্টেম চালু করতে গেলে তাকগুলির উচ্চতা সাড়ে ছয় থেকে সাত ফুটের মধ্যে থাকা উচিত, যাতে গড়পড়তা উচ্চতার কোনো পাঠক সহজেই সেটিকে ব্যবহার করতে পারেন। এই সিস্টেমের কয়েকটি অসুবিধাও আছে। এই সিস্টেমে গ্রন্থের অল্প, কিন্তু অপরিহার্য লোকসান হওয়ার আশঙ্কা আছে। এখানে অনেক পাঠকই দেখা বা ব্যবহারের পর সঠিক জায়গায় গ্রন্থ রাখেন না। কিন্তু এই অসুবিধাগুলিকে মেনে নিতে হবে, যদি আমরা প্রত্যেক গ্রন্থের জন্য পাঠক অর্জন করতে চাই। এর সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেও গ্রন্থাগারগুলির উচিত বিনা দ্বিধায় ওপেন অ্যাকসেস্ সিস্টেম চালু করা, কারণ এই ব্যবস্থায় গ্রন্থের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

২. তাকের বিন্যাস

তাকে গ্রন্থ বিন্যাসের বিভিন্ন ক্রম অনুসরণ করা যেতে পারে, কিন্তু বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসে গ্রন্থের নিজস্ব পাঠক পাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে শ্রেণিবদ্ধ বিন্যাসই সুপারিশ করা হয়। গ্রন্থের শ্রেণিবদ্ধ বিন্যাস—অর্থাৎ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থের বিন্যাসকে সবসময় বজায় রাখা প্রয়োজন। এর আরেক নিহিতার্থ হল ভ্রম সংশোধন, অর্থাৎ ভুল জায়গায় রাখা গ্রন্থকে নিয়মিতভাবে সঠিক জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া।

৩. ক্যাটালগ

একটি সুপরিকল্পিত, শ্রেণিবন্ধ বিন্যাস খুবই কাম্য, কিন্তু প্রত্যেকটি গ্রন্থের তার নিজস্ব পাঠক আকর্ষণ করার বিষয়টি বিচার করলে সেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজন ক্যাটালগের। এটি একটি যমজ প্রক্রিয়া—একটিকে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সিরিজ-এন্ট্রি ও সাবজেক্ট ক্রশ-রেফারেন্স এন্ট্রি কখনো কখনো পাঠককে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়টিকে জানতে সাহায্য করে। তৃতীয় সূত্র এটিও প্রত্যাশা করে যে, কারিগর কর্মীরা প্রত্যেকটি গ্রন্থ বা নথির বিষয়বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে অ্যানালিটিকাল এন্ট্রি প্রস্তুত করবেন, যা পাঠকদের উপকারে লাগবে।

৪. রেফারেন্স সার্ভিস

তৃতীয় সূত্র মানুষকে গ্রন্থের হয়ে প্রচারে নামতে বলে। রেফারেন্স কর্মীদের গ্রন্থগুলির গুণাবলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরি। গ্রন্থ ও পাঠকের মিলনে ঘটকালির কাজটি তাদেরই। রেফারেন্স সার্ভিসের দেখাশোনার বিষয় এটিই।

৫. প্রচার

পাঠকদের গ্রন্থাগারের দিকে আকর্ষণ করতে এবং সাথে সাথে প্রতিটি গ্রন্থের নিজস্ব পাঠক অর্জনের সম্ভাবনা বাড়াতে প্রচার হল এক শক্তিশালী অস্ত্র। প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়মিতভাবে নতুন সংযোজনগুলির তালিকা প্রস্তুত ও বিতরণ করা উচিত, যাতে তা পাঠকদের নজরে আসে। নতুন গ্রন্থগুলি উপযুক্ত কোনো জায়গায় প্রদর্শিত করলে সেগুলি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সময়ে সময়ে গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করলে গ্রন্থের নিজস্ব পাঠক পাবার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতল হয়। অবিরাম প্রচার চালানো যেতে পারে বার্ষিক প্রতিবেদন, গ্রন্থাগারের ইস্তাহার ও পত্রিকা, মুদ্রিত ক্যাটালগ, নতুন সংযোজনের তালিকা, গ্রন্থ সপ্তাহ কর্মসূচি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, বেতার/টেলিভিশন অনুষ্ঠান, প্রকাশ্য বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে। মানুষকে গ্রন্থাগারে নিয়ে আসার জন্য গ্রন্থাগারের উচিত সবরকমের স্বীকৃত পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া, যাতে প্রত্যেকটি সম্ভাব্য পাঠক একজন করে প্রকৃত পাঠকে পরিণত হয়। এর ফলে তৃতীয় সূত্রের সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

৬. এক্সটেনশন সার্ভিস

এক্সটেনশন সার্ভিসের এক প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য হল পড়ার অভ্যাসের উৎসাহ দিতে গ্রন্থাগারকে এক সামাজিক কেন্দ্রের রূপ দেওয়া এবং যারা পাঠক নন, তাদের নিয়মিত পাঠকে পরিণত করা। এক্সটেনশন সার্ভিসের লক্ষ্য হল পড়ার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা এবং গ্রন্থ ও পাঠকের মধ্যে ঘটকালি করা। তৃতীয় সূত্রের লক্ষ্য পূরণে আগ্রহী গ্রন্থাগারিকেরা এই এক্সটেনশন সার্ভিসের কাজকর্ম অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে করে থাকেন। তৃতীয় সূত্রের নির্দেশগুলি অনুসরণ করতে এবং শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে বক্তৃতা, পাঠচক্র, নাট্যগোষ্ঠী ও প্রদর্শনীর সফল আয়োজন করা হয়েছে। তৃতীয় সূত্রের দাবি মেটানোর জন্য গ্রন্থাগারিকেরা স্থানীয় উৎসব, জাতীয় নেতা বা জাতীয় চিন্তাধারার প্রতি উৎসর্গীকৃত কিছু জাতীয় দিবস ইত্যাদি পালন করেন।

৭. গ্রন্থ নির্বাচন

গ্রন্থ নির্বাচনের উদ্দেশ্যেও তৃতীয় সূত্রের একটি বার্তা আছে। গ্রন্থাগারিকের শুধুমাত্র সেই সব গ্রন্থই কেনা উচিত, যেগুলি পাঠকদের কাছে উপযোগী প্রমাণিত হবে। গ্রন্থ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পাঠকদের রুচি ও চাহিদাকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া উচিত। তৃতীয় সূত্র এক সুষম গ্রন্থ নির্বাচন নীতি দাবি করে।

৮. জনপ্রিয় বিভাগের ব্যবস্থা

সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি জনপ্রিয় বিভাগগুলির ব্যবস্থা পাঠকদের প্রলুব্ধ করে ও গ্রন্থাগারে তাদের উপস্থিতি বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে প্রত্যেক গ্রন্থের নিজস্ব পাঠক পাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

২.৬ চতুর্থ সূত্র : পাঠকের সময় বাঁচান

এই সূত্রটি চায় অকারণে পাঠকদের কাজে বিলম্ব ঘটানো বন্ধ করতে। এই ধরনের বিলম্বের ফলে পাঠক বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হন। একজন অসন্তুষ্ট পাঠক সচরাচর গ্রন্থাগারে আসতে চান না। শুধুমাত্র পরিতৃপ্ত পাঠকেরাই গ্রন্থাগারে নিয়মিত আসা যাওয়া করেন। গ্রন্থাগারে পৌঁছোনোর মুহূর্ত থেকে বিদায়ের মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা যদি পাঠককে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করি, প্রতিটি স্তরে সময় বাঁচানোর কথা ভেবে আমরা যদি তাকে যে সব প্রণালীর মধ্য দিয়ে এগোতে হয় সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলেই আমরা এই সূত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। প্রয়োজনের বেশি সময় ধরে পাঠককে কখনো অপেক্ষায় রাখা উচিত নয়। পাঠক সবথেকে বেশ তৃপ্ত হন, যখন তিনি তাঁর পছন্দমতো পরিষেবা যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে পেয়ে যান।

ক্লোজড অ্যাকসেস্ সিস্টেমে পছন্দমতো গ্রন্থটি পেতে যথেষ্ট বিলম্ব হবার সম্ভাবনা। ক্যাটালগ এন্ট্রি দেখা, রিকুইজিশন স্লিপ লেখা এবং গ্রন্থের জন্য কাউন্টারে অপেক্ষার মধ্য দিয়ে পাঠকের যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়। এই সূত্রটি মনে করে যে, ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব সময়ের অপচয় ব্যক্তিনিরপেক্ষ বাস্তব সময়ের অপচয়ের থেকে বেশী যন্ত্রণাদায়ক। এই 'বাস্তব' সময়ের থেকে পাঠকের ব্যক্তিনির্ভর নিজস্ব সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ক্লোজড অ্যাকসেস্ সিস্টেমে এই দুই ধরনের সময়ই জড়িত রয়েছে। ব্যক্তিনির্ভর সময় হল সেই সময়টুকু, যা আমরা অতিবাহিত করেছি বলে মনে করছি। অন্যদিকে, ব্যক্তিনিরপেক্ষ সময়টুকু হল প্রকৃত বা বাস্তব সময়, যা অতিবাহিত হয়েছে। এই ধারণাটিকে পরিষ্কার করে বোঝার জন্য একটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক। ধরে নেওয়া যাক কোনো পাঠক তার পছন্দমতো পরিষেবা পেতে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করেছেন। যদি কেউ তার দিকে মনোযোগী না হয় বা তাকে অলসভাবে প্রতীক্ষা করতে হয়, তখন তার কাছে ওই পনেরো মিনিট সময়টুকুই পঁয়ত্রিশ মিনিট মনে হবে। এখানে ব্যক্তির নিজস্ব সময় প্রকৃত সময়ের থেকে অনেক বেশি হয়ে যায়। কাজেই পাঠকদের সময় বাঁচাতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া দরকার।

১. ওপেন অ্যাকসেস্

ওপেন অ্যাকসেস্ পাঠকের নিজস্ব সময় বাঁচানোর এক সন্তোষজনক উপায় হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এখানে গ্রন্থের জগতে হারিয়ে যেতে যেতে সময় কোথা দিয়ে উড়ে গেল, পাঠক তা খেয়াল করেন না। কিন্তু ধৈর্য ধরে কাউন্টারে অপেক্ষা করা তাদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক। সময়ই অর্থ আর অর্থই সময়। এই আপ্তবাক্যটি স্মরণ করে একথা বলা যায় যে, ওপেন অ্যাকসেস্ সিস্টেম পাঠকদের সময় বাঁচানোর কাজ করেই যাবে।

২. শ্রেণিবিভাজন ও ক্যাটালগ প্রস্তুতি

উপযুক্ত স্ট্যাকরুম নির্দেশিকা, বিশ্লেষণমূলক ক্রশ-রেফারেন্স কার্ডে সমৃদ্ধ আরও কার্যকরী ক্যাটালগ এবং গ্রন্থের সঠিক শ্রেণি বিভাজনের সাহায্যে আমরা সময়ের অপচয় হ্রাস করতে পারি। নানা উপাদানের সমৃদ্ধ গ্রন্থের বিভিন্ন দিকগুলি শুধুমাত্র ক্রশ-রেফারেন্সই সবার দৃষ্টিগোচর করতে পারে। কখনো কখনো এই ধরনের এন্ট্রিগুলি ক্যাটালগে অন্য কোনো বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা একটি গ্রন্থের অন্যান্য চমৎকার দিকগুলি পাঠকের নজরে আনতে সাহায্য করে।

৩. চার্জিং সিস্টেম

রেজিস্টার ব্যবহার করার প্রাচীন প্রথা বড় সময়সাপেক্ষ। তার পরিবর্তে 'টু কার্ড' ব্যবস্থা অনেক দ্রুত ও কম ব্যয়সাপেক্ষ। টিকিট সিস্টেম, ফটো-চার্জিং সিস্টেম, কমপিউটার চার্জিং সিস্টেমের মতো আধুনিক ব্যবস্থাগুলি পাঠকের সময় বাঁচাতে সক্ষম।

৪. রেফারেন্স সার্ভিস

সুন্দর শ্রেণিবিভাজন বিন্যাস, বিশদ বর্ণনাসহ সুন্দরভাবে প্রস্তুত ক্যাটালগ থাকা সত্ত্বেও, সময় সংক্ষেপনের এই বিভিন্ন উপায়ের গোলক ধাঁধায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার কাঙ্ক্ষিত তথ্যটি পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। গ্রন্থ ও পাঠকের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য তাই প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর। চতুর্থ সূত্র এক কার্যকরী রেফারেন্স সার্ভিস দাবি করে। রেফারেন্স কর্মীর কাজ ঘটকালি করা। তারা রেডি রেফারেন্স ও লঙরেঞ্জ রেফারেন্স সার্ভিসের সাহায্যে বর (গ্রন্থ) কনের (পাঠক) মিলন ঘটান।

২.৭ পঞ্চম সূত্র : গ্রন্থাগার এক ক্রমবর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান

জীববিদ্যায় এটি এক প্রতিষ্ঠিত সত্য যে শুধুমাত্র বর্ধনশীল জীবেরাই টিকে থাকতে সক্ষম হয়। কোনো জীবের বৃদ্ধি থেমে গেলে তা জীবাশ্মে পরিণত হয়ে শেষে বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার জীবিত অবয়বের (organisation) ক্ষেত্রে বৃদ্ধি দুরকমের—শৈশবকালীন বৃদ্ধি ও বয়ঃপ্রাপ্তিকালীন বৃদ্ধি। শৈশবকালীন বৃদ্ধি ফুটে ওঠে শারীরিক বিকাশের মধ্য দিয়ে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তিকালীন বৃদ্ধি ঘটে মূলত কোনো পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কোনো গ্রন্থাগারের বৃদ্ধি দৃশ্যমান হয় তার গ্রন্থ সংগ্রহ, কর্মী, পাঠক ও অন্যান্য উপাদানগুলির বিকাশের মধ্য দিয়ে।

১. গ্রন্থ সংগ্রহ

গ্রন্থাগারের সংগ্রহ বাড়ার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই তার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ বাড়তে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে, গ্রন্থসংগ্রহ বৃদ্ধি পেলে তা স্ট্যাকরুমের বিন্যাসকে প্রভাবিত করে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে স্ট্যাকরুমকে যাতে সহজেই বাড়ানো যায়, গ্রন্থাগার স্থাপনের সময়েই সেই বিষয়ে পরিকল্পনা করে নেওয়া উচিত।

আবার এটাও মাথায় রাখা প্রয়োজন যে কোনো গ্রন্থাগারই অবিরত বেড়ে উঠতে পারে না। কাজেই, এই সূত্রটি মনে করে যে সংগ্রহের সুষম বিকাশেই শুধু সম্মতি দেওয়া উচিত। একইভাবে, সীমিত জায়গার কথা মনে রেখেই সংগ্রহ বাড়ানো উচিত। সংগ্রহের বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে উঠলে পুরোনো অকেজো ও অব্যবহৃত সামগ্রীগুলিকে পরিত্যাগ করা উচিত, যাতে নতুন সংযোজনগুলি তাদের জায়গা নিতে পারে।

২. পাঠক

ধারাবাহিকতা, চিরন্তনতা ও বিরামহীনতা পটভূমিতে গ্রন্থাগারের বিকাশ মাপতে গেলে তা নির্ভর করে পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধির উপর। পাঠকসংখ্যার বৃদ্ধি এই বিষয়গুলির উপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য : পাঠগৃহের আয়তন, ইস্যু প্রণালী ও কিছু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা।

পাঠকসংখ্যার প্রত্যাশিত বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে পাঠগৃহ ও বসার জায়গার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা জরুরী। বেশি পাঠকের অর্থ হল সারকুলেশন কাউন্টারের উপর বেশি চাপ। এর জন্য প্রয়োজন সবথেকে কার্যকর ইস্যু সিস্টেম অনুসরণ করা। পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে ওপেন অ্যাকসেস্ গ্রন্থাগারে চুরির সমস্যা বেড়ে যায়। এর জন্য প্রয়োজন কিছু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা।

৩. কর্মী

সঠিক অনুপাতে কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন। সংগ্রহ ও পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন কিছু পরিষেবা জরুরি হয়ে পড়ে। এসবের জন্য চাই বেশিসংখ্যক কর্মী।

৪. শ্রেণিবিভাজন ও ক্যাটালগ

নির্বাচিত শ্রেণীবিভাজন ব্যবস্থাটিও পঞ্চম সূত্রের পক্ষে প্রাসঙ্গিক। এই ব্যবস্থাটি হওয়া উচিত এক সর্বাত্মক প্রণালী, যাতে অতীত ও বর্তমানের সমস্ত জ্ঞান সঞ্চিত থাকবে ও সম্ভাব্য সংযোজনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, নির্বাচিত শ্রেণিবিভাজন ব্যবস্থাটিকে নতুন নতুন বিষয়ের প্রতি অতিথিবৎসল হতে হবে।

গ্রন্থাগারের সংগ্রহ বৃদ্ধির সাথে তাল মেলাতে ক্যাটালগের যে উন্নত রূপটি চালু হয়েছে তার নাম 'কার্ড ফর্ম'। এই ধরনের ক্যাটালগ সীমাহীন বিকাশের ক্ষমতা রাখে এবং এন্ট্রিগুলির সন্নিবেশ সম্ভব করে।

৫. ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা

গ্রন্থ, পাঠক ও কর্মীদের সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রন্থাগারের বিকাশের মৌলিক উপাদানগুলির এক যথাযথ ও নিঁখুত উপলব্ধি নিহিত আছে পঞ্চম সূত্রটির মধ্যে। বিকাশকে অরগানিজম (organism) হিসাবে দেখলে, গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিকল্পনা বাড়তি গুরুত্ব দাবি করে। তারা এতগুলি দিক আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত করে যে, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সেগুলির সাথে প্রত্যেকের পরিচিত হওয়া উচিত। গ্রন্থাগার ভবনের পরিকল্পনা ও নকশা তৈরির সময় অনুভূমিক ও উল্লম্ব, দুই দিকেই প্রসারণের সংস্থান রাখতে হবে।

সুতরাং পঞ্চম সূত্র স্বীকার করে যে বিকাশ অবশ্যম্ভাবী ও সেটি সুসম্বন্ধভাবে পরিকল্পনা করা উচিত। ব্যাবহারিক সুযোগসুবিধা থেকে প্রশাসনিক কর্মধারা, কোনো ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারকে আবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। তাকে প্রসারিত হবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। এইভাবে রঙ্গানাথন গ্রন্থাগার পরিষেবার ধারণা ও দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন। এই পাঁচটি সূত্রকে তিনি উচ্চতম আসনে স্থান দিয়েছেন এবং তাঁর মতে, অন্য সব নিয়ম, স্বতঃসিদ্ধ ইত্যাদিকে এই সূত্রগুলির অধীনে কাজ করতে হবে। এই সূত্রগুলির থেকে এই দর্শন বেরিয়ে আসে যে তথ্যের পরিমাণ বেড়ে চলেছে, মানুষের তথ্যের প্রয়োজন ও গ্রন্থাগারের দায়িত্ব হল মানুষ যাতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা।

২.৮ পঞ্চ সূত্রের দৃষ্টিতে ডকুমেন্টেশন

পরবর্তীকালে রঙ্গানাথন উপলব্ধি করেছিলেন যে, গ্রন্থের বদলে 'নথি' শব্দটি ব্যবহার করলে গ্রন্থাগার পরিষেবার নতুন নতুন প্রবণতাগুলিকে আয়ত্তে আনা সহজতর হয়। সেই অনুযায়ী 'ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড ইটস ফ্যাসেটস' গ্রন্থে তিনি তাঁর সূত্রগুলিকে এইভাবে নতুন রূপে সাজিয়েছিলেন :

১. নথি হল ব্যবহারের জন্য

২. প্রত্যেক পাঠকের উপযোগী নথি আছে

৩. প্রত্যেক নথির পাঠক আছে

৪. পাঠকের সময় বাঁচানো

৫. গ্রন্থাগার এক বর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান

রঙ্গনাথন লিখেছেন, "গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি সূত্র দ্বারা চালিত হয়ে ও বিশেষজ্ঞ পাঠকদের কাছে সদ্যোজাত অনুচিন্তার (micro-thought) আবেদনে গ্রন্থাগার শিল্প এখন এক নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি, যা দাবি করে নতুন কৌশল, নতুন মনোভাব ও নতুন পরিষেবা।" রঙ্গনাথন ডকুমেন্টশনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে :

১. "বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সদ্যোজাত অনুচিন্তার উন্নতিসাধন ও তার ব্যবহার প্রচলিত করা (সূত্র ১)

২. নিখুঁত (সূত্র ২)

৩. সামগ্রিক (সূত্র ৩)

৪. দ্রুত (সূত্র ৪), অনুচিন্তার পরিষেবা বিশেষজ্ঞদের কাছে পৌঁছে দেওয়া

৫. হাজার হাজার পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রচারিত একের পর এক বিষয়ের উপর নিরন্তর জলধারার মতো নেমে আসা (সূত্র ৫) সদ্যোজাত অনুচিন্তার প্রবাহ সত্ত্বেও।"

২.৯ পঞ্চ সূত্রের দৃষ্টিতে তথ্য

"গ্রন্থাগার" শব্দটির সাথে "গ্রন্থ" শব্দটি জড়িয়ে আছে বহু শতাব্দী ধরে। প্রকৃতপক্ষে, গ্রন্থ ও নথি, দুটিই হল অবয়বী (physical) রূপ। এই অবয়বী রূপেই অবস্থান করে তথ্য। কাজেই 'গ্রন্থ' এবং / অথবা 'নথি' শব্দগুলি ব্যবহার করলে যা বোঝায়, তা হল এই দুই অবয়বী রূপের মধ্যে রাখা তথ্য। এখন 'গ্রন্থাগার' শব্দটি সেকেলে হয়ে পড়েছে ও তার স্থান নিচ্ছে তথ্যকেন্দ্র, তথ্যদপ্তর, তথ্যব্যবস্থা ও তথ্যবিজ্ঞানের মতো শব্দগুলি। বিংশ শতাব্দীতে তথ্য পরিষেবার এমন ব্যাপক প্রসার ঘটেছে যে, কোনো সমাজকে তখনই উন্নত আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে তথ্যের বেশিরভাগ অংশ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। যারা যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না, তাদের অনগ্রসর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সমাজে তথ্য সংরক্ষণ ও তা ছড়িয়ে দেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির জন্য কমপিউটার ও অন্যান্য যন্ত্র এক বিরাট ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। এই পরিবর্তিত পটভূমিতে সূত্রগুলিকে এইভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে :

১. তথ্য হল ব্যবহারের জন্য

২. প্রত্যেক ব্যবহারকারীর উপযোগী তথ্য আছে

৩. প্রত্যেক তথ্যের ব্যবহারকারী আছে

৪. ব্যবহারকারীর সময় বাঁচানো

৫. তথ্যব্যবস্থা এক বর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান

প্রথম সূত্রটি মুক্ত তথ্যপ্রবাহের রাস্তা থেকে সমস্ত বাধানিষেধ তুলে দিতে চায়। বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও অন-লাইন নেটওয়ার্কের সাহায্যে তথ্যকে এই সূত্র বিশ্বজনীন করে তুলতে চায়। এই সূত্র সমস্ত ধরনের জাতীয় প্রগতিতে তথ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সবার দৃষ্টিগোচর করে।

দ্বিতীয় সূত্রটি চায় যে তথ্য প্রণালীর নকশা তৈরি ও কাজকর্মের সময় ব্যবহারকারীরা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকুন। কারণ, ব্যবহারকারীদের সঠিক প্রয়োজনগুলিকে নিশ্চিতভাবে জানা অত্যন্ত জরুরি। নতুন তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির মধ্য দিয়েই প্রত্যেকটি ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছানোর স্বপ্ন সফল হবে। সেই কারণে এই সূত্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে নতুন প্রযুক্তিকে বরণ করতে উপদেশ দেয়।

অধিক ব্যাবহারকারীকে সঠিক তথ্য পরিবেশন করে তৃতীয় সূত্র এক সক্রিয় তথ্য পরিষেবা গড়ে তুলতে চায়। সৃষ্ট ও সংগৃহীত তথ্য তার সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত। এই সূত্র তথ্যের সর্বাধিক প্রকাশের জন্য সঠিক যন্ত্রের উদ্ভাবন চায়।

চতুর্থ সূত্র সর্বাধিক গতি ও কার্যকারিতা আনার জন্য তথ্য প্রক্রিয়াকরণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়।

পঞ্চম সূত্রটি বলতে চায় যে ব্যাবহারিক সুযোগসুবিধা থেকে প্রশাসনের কর্মধারা, এই দুই ক্ষেত্রেই তথ্য-কেন্দ্রের উচিত কিছুটা খোলা পরিসর রাখা, যাতে ভবিষ্যতে প্রসারিত হবার জন্য সে প্রস্তুত থাকতে পারে। নিজেদের বিকাশের জন্য তথ্যসংস্থাগুলির উচিত এক প্রণালীভিত্তিক পথ অনুসরণ করা। ব্যবহারকারীদের নিত্য গতিশীল চাহিদার সঙ্গো তাদের তাল মিলিয়ে চলা উচিত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পরিকল্পনাকারী ও নীতি নির্ধারণকারীদের এই সূত্র জাতীয় তথ্যনীতি রচনা করতে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করতে উপদেশ দেয়।

রঙ্গানাথনের পাঁচটি সূত্র হল এক মৌলিক অবদান। এই সূত্রগুলি এত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যে, তথ্যের পরিবর্তনশীল পটভূমিকে এক বাস্তব ভিত্তি প্রদান করার ব্যাপারে তারা আজও কার্যকরী। তারা কোনো তথ্যকেন্দ্রের কাঠামোতে স্বচ্ছন্দে, ঠিকভাবে সংযুক্ত হয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে। এই পরিচ্ছেদটি শেষ করা যেতে পারে আর্থারটনের এক প্রশংসাবাণী দিয়ে : "গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি সূত্র প্রকাশ করা ছাড়া ড. রঙ্গানাথন যদি আর কিছুই না করতেন, লাইব্রেরি হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তাঁর নাম তবুও গভীরভাবে চিন্তা করা হত।"

রঙ্গানাথনের সূত্রগুলি মৌলিক, কারণ তারা অতীতের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক, আধুনিক প্রগতির বিষয়ে প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যৎ প্রগতির বিষয়েও প্রাসঙ্গিক থেকে যাবে।

২.১০ অনুশীলনী

১. গ্রন্থাগারের অবস্থান প্রসঙ্গো প্রথম সূত্রের বক্তব্য কী ?

২. রাষ্ট্রের দায়িত্বের উপরে দ্বিতীয় সূত্র কীভাবে আলোকপাত করে ?

৩. ওপেন অ্যাকসেস্ কীভাবে গ্রন্থাগারের ব্যবহার সুবিধাজনক করে তোলে, তার বর্ণনা দিন।

৪. ব্যক্তিগত সময় ও প্রকৃত সময়ের পার্থক্য বর্ণনা করুন। গ্রন্থাগার কীভাবে পাঠকের সময় বাঁচায় ?

৫. ডকুমেন্টেশন ও তথ্য সংক্রান্ত কাজকর্মের পটভূমিতে পাঁচটি সূত্রের তাৎপর্য বর্ণনা করুন।

২.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১. আর্থারটন পি এ : পুটিং নলেজ টু ওয়ার্ক, দিল্লি বিকাশ ১৯৭৩

২. চক্রবর্তী বি : লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সোসাইটি, কলকাতা, ওয়ার্ল্ড প্রেস, ১৯৯৩

৩. রঙ্গানাথন এস আর : ফাইভ লজ অফ লাইব্রেরি সায়েন্স, ইউবিএস পাবলিশার্স ডিস্ট্রিবিউটর্স, ১৯৮৯

৪. রঙ্গানাথন এস আর : ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড ইটস ফ্যাসেটস, এশিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৩

৫. শ্রীবাস্তব এ পি : রঙ্গানাথন : এ প্যাটার্ন মেকার—এ সিন্ডেটিক স্টাডি অফ হিজ কন্ট্রিবিউশন, মেট্রোপলিটান বুক কোম্পানি ১৯৭৭, সপ্তম অধ্যায়।